দিও

আজ সব খুলে দিও,
কোনো ফুল রেখোনা আড়ালে
ভূমধ্যসাগরও যদি চাই, দিও
দু'হাত বাড়ালে।
দ্বিপ্রহরে যদি চাই
গোধূলি বেলার রাঙা ঠোঁট
গোধূলিতে জ্যোৎস্না যদি চাই
কাঠের চেয়ারে বসে
যদি বলি হতে চাই
কীর্তিনাশা নদী
সমস্ত কল্লোল দিও
কোনো ঢেউ রেখোনা আড়ালে।

ভূমধ্যসাগরও যদি চাই, দিও
দু'হাত বাড়ালে।

না

তোমার কাছে চেয়েছিলাম অনির্বচনীয়তা
দাওনি।
আকাশ ভর্তি মেঘ করেছে, মেঘের হাতে তানপুরা
গাওনি।
পায়ের কাছে পৌঁছে দিলাম নৌকা বোঝাই বন্দনা
নাওনি।
গোপন কথা জানিয়েছিলাম, দূত ছিল রাজহংসেরা
পাওনি।
চাইবে বলে রক্তকমল ভিজিয়ে দিলাম চন্দনে
চাওনি।
তোমার কাছে চেয়েছিলাম অনির্বচনীয়তা
দাওনি।

অলৌকিক

অলৌকিক এইভাবে ঘটে।
হঠাৎ একদিন ফাঁক হয়ে যায় সাদাসিধে ঝিনুক
ভিতর থেকে ঠিকরে বেরোয় সাদা জ্যোৎস্না।

সেদিন মুক্তোর মত গড়িয়ে এলে আমার হাতে।
অমনি বদলে গেল দৃশ্য।
আমার ডান দিকে ছিল মেঘলা দিন
হয়ে গেল ডালিম ফাটানো রোদ।
আর বাঁদিকে ছিল ইঁটের পাঁজা
হয়ে গেল লাল টালির ডাকবাংলো।

অলৌকিক এইভাবে ঘটে।

স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই

তুমি বললে, রৌদ্রে যাও, রৌদ্রে তো গেলাম
তুমি বললে, অগ্নিকুন্ড জ্বালো, জ্বালালাম।
সমস্ত জমানো সুখ – তুমি বললে, বেচে দেওয়া ভালো
ডেকেছি নীলাম।
তবু আমি একা।
আমাকে করেছ তুমি একা।
একাকিত্বটুকুকেও ভেঙে চুরে শত টুকরো করে
বীজ বপনের মতো ছড়িয়ে দিয়েছ জলে–স্থলে।
তুমি বলেছিলে বলে সাজসজ্জা ছেড়েছি, ছুঁড়েছি।
যে অরণ্য দেখিয়েছ, তারই ডাল কেটেছি, খুঁড়েছি।
যখনই পেতেছ হাত দিয়েছি উপুড় করে প্রাণ
তবু আমি একা।
তবুও আমার কেউ নও তুমি
আমিও তোমার কেউ নই।
আমাদের অভ্যন্তরে স্রোতস্বিনী আছে, সেতু নেই।